কুমড়োলতা ও পাখি

বিপ্রদাশ বড়ুয়া

ছবি : ধ্রুব এষ

বাংলাপ্রকাশ
BANGLAPRAKASH

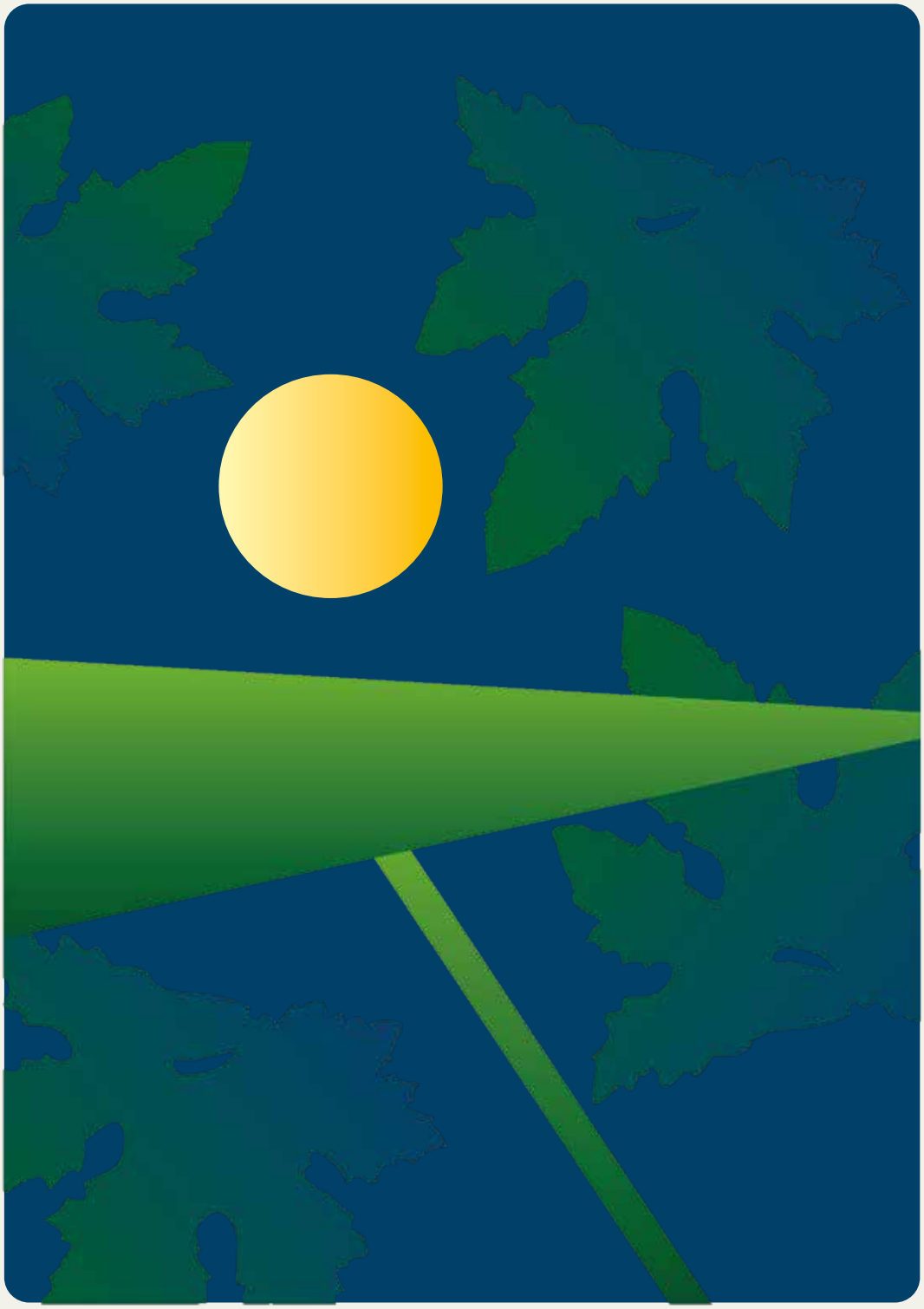

এই নাটিকা মঞ্চে অভিনয় করা যাবে। ছেলেমেয়েরা সাধারণ পোশাক পরবে। প্রত্যেকের মাথায় কাগজ দিয়ে বানানো টুপি থাকবে। সেই টুপিগুলোতে থাকবে কুমড়ো বা দোয়েলের ছবি। শিশির, রোদ, হাওয়ার অভিনয় যারা করবে তাদেরও টুপিতে ছবি থাকবে। অথবা টুপিতে লেখা থাকবে রোদ, হাওয়া ইত্যাদি। দোয়েল ও টুনটুনির মুখোশও করা যাবে। মঞ্চের পেছনে সাদা পর্দা টাঙিয়ে তার উপর কাগজ কেটে গাছপালা সেঁটে দিতে হবে। এতে বনের ধারের দৃশ্য ফুটে উঠবে। একটি দৃশ্য দিয়ে সমস্ত দৃশ্যের অভিনয় করা যাবে। টেপ রেকর্ডার থাকলে তাতে 'আগুন আগুন' চিৎকার রেকর্ড করে নেওয়া যাবে। অনেকগুলো মানুষের চিৎকার, কুকুরের শব্দ, গরুবাছুরের শব্দ যোগ করে নিতে হবে। ভোরের আবহ তৈরির জন্য পাখির ডাক রেকর্ড করে প্রয়োজনমতো বাজানো যাবে।

শিশির

প্রথম দৃশ্য

গ্রাম থেকে দূরে বনের ধারে। মানুষজন নেই। তিন-চার হাত উঁচু একটি কুলগাছে চালকুমড়ো ঝুলছে। দেখতে লম্বাটে গোলগাল, গায়ে ছোটো ছোটো রোঁয়া। একটি মাত্র চালকুমড়ো। আপন মনে সে গুনগুন করছে। মঞ্চের পেছন থেকে গান হতে পারে 'ভোর হলো দোর খোল খুকুমণি ওঠ রে।' অথবা আবৃত্তি হতে পারে। পেছনের পর্দায় আঁকা গাছের ডালটি মিছিমিছি এক হাতে কুমড়ো ধরে থাকবে। শিশিরের অভিনয় যে করবে, সে সামনে বসে থাকবে। আশপাশে সবুজ ঘাস ফেলে রাখা যাবে।
অথবা মঞ্চে একটা গাছের ডাল পুঁতে দিলে কুমড়ো এক হাতে ডাল ধরে দাঁড়িয়ে থাকবে। সেখান থেকে সে নড়বে। ডাল ধরে দাঁড়ানো অবস্থায় সে অভিনয় করে যাবে। দোয়েল, টুনটুনি, রোদ ও হাওয়া মঞ্চে ঘোরাফেরা করবে। শিশির এক জায়গায় বসে থাকবে। সকাল হয়েছে। চালকুমড়ো ও শিশির কথা বলছে।

শিশির : ও কুমড়োবোন, ভালো আছ তো?
কুমড়ো : তুমি ভাই খুব ভালো। রোজ রাতে তুমি আমার গা ধুয়ে দাও।
শিশির : বৃষ্টি না আসা পর্যন্ত ওটাই আমার কাজ।
কুমড়ো : বৃষ্টি হবে সেই বর্ষায়।
শিশির : বৃষ্টি না আসা পর্যন্ত ওই কাজটা আমিই করি।
কুমড়ো : তোমার ছোঁয়ায় শরীর ও মন ভরে যায়।

এমন সময় চারদিকে আলো ফুটল। রোদ উঠল। রাতে অভিনয় করলে আলো বাড়িয়ে দেওয়া যাবে। অভিনেতা রোদ এসে সারা মঞ্চে এক পাক ঘুরে নেবে। মেয়ে বা ছেলে যে-কেউ রোদের অভিনয় করতে পারবে।

রোদ : ও কুমড়োবোন, তুমি কেমন আছ?
কুমড়ো : তোমার দয়ায় ভালো আছি। ভোররাতে শিশির গা ধুয়ে দিয়েছে।
রোদ : এখন কেমন লাগছে?
কুমড়ো : এখন গায়ে তোমার ছোঁয়া পাচ্ছি। মনটা খুশিতে ভরে উঠছে।

রোদ মঞ্চের চারদিকে দূরে দূরে ঘুরবে। উইংসের পাশেপাশে থাকবে। এক কোনায় বসেও থাকতে পারে।

শিশির : চালকুমড়ো, আমি এবার যাই। রোদ উঠেছে। এখন আমার যাওয়ার পালা।
কুমড়ো : যাও ভাই, রাতে আবার দেখা হবে।